ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUN. 1 1 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

চাটমোহরে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ভেস্তে যেতে বসেছে

আব্দুর রাজ্জাক জকি, চাটমোহর থেকে : চাটমোহরে দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার দরুন শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ভেস্তে যেতে বসেছে।

চাটমোহর থানার ফৈলজনা ইউনিয়নের ১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১১টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ডিবিগ্রাম ইউনিয়নের আটটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিনটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। একটি মাদ্রাসা ও একটি স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ে এ কর্মসূচি চালু আছে। মোট ৪ হাজার ২৭৫ জন শিক্ষার্থী এ সুযোগ পাওয়ার কথা। গত '৯৮ সালে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় কোনো শিক্ষার্থী অংশ না নেওয়ায় ফৈলজনা ইউনিয়নের ছয়টি ও ডিবি গ্রাম ইউনিয়নের তিনটি বিদ্যালয়কে 'শিবিখা' কর্মসূচির আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়। বর্তমানে দুটি ইউনিয়নে চালু শিবিখা কর্মসূচি নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি এলাকাবাসী ডিবিগ্রামের কাটাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দায়ের করে। শিবিখার গম নিয়ে দুর্নীতির এ অভিযোগ পত্রটি স্থানীয় সাংসদ সুপারিশ করে থানা নির্বাহী অফিসারের কাছে পাঠিয়েছে। অভিযোগে জানা যায়, উক্ত সভাপতি গত বছর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর এই তিন মাসে ২১৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৮ হাজার ৩৮৫ কেজি খাদ্যদ্রব্য ওঠায়। এলাকাবাসী অভিযোগে জানায়, প্রতি শিক্ষার্থীকে ৪৫ কেজির স্থলে ৩০ কেজি খাদ্য প্রদান, ২৫ শিক্ষার্থীকে খাদ্যশস্য প্রদান থেকে বিরত রাখা হয়।

একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে একই ইউনিয়নের খৈরাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এছাড়া ডিবি গ্রাম ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী সরকার ও ইউপি সদস্য মোঃ আফজাল হোসেন অভিযোগ করেন যে, বাঙ্গালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি 'শিবিখার' জন্য শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনপ্রতি ১০০ টাকা করে গ্রহণ করেছে।

এ বিষয়ে থানা নির্বাহী অফিসার মোঃ সদর আলী বিশ্বাস ও থানা শিক্ষা অফিসার এমদাদুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, অভিযোগের তদন্ত অব্যাহত রয়েছে, প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।